উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই মুক্তির যিনি পদ অর্থাৎ আশ্রয়, সেই পরিপূর্ণ দশম আশ্রয়পদার্থ তোমাতে অধিকারী। দ্বিতীয় অর্থ ৫।১৯।২০ "যথাবর্ণ-বিধানমপবর্গশ্চ ভবতি" ইত্যাদি গদ্যে অপবর্গ শব্দের যে প্রেম-ভক্তিরূপ অর্থ করিয়াছেন, সেই প্রেম-ভক্তির যিনি পরম বিষয়, সেই পরিপূর্ণ ভগবান তোমাতে দায়ভাগ অনুসারে অধিকারী হইয়া থাকে।" অন্যত্র মুক্তিপদ শব্দে নিখিল মুক্তি যাঁহার চরণে বিদ্যমান আছে, তিনিই মুক্তিপদ; অর্থাৎ যাঁহার চরণে একান্ত শরণাগতির নামই মুক্তি। এই শ্লোকে তাৎপর্য্যার্থ ইহাই প্রকাশ হইল যে—অনন্তস্বরূপ ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য প্রভৃতির আনন্ত্য শুনিয়া দীনভাবে "আমার ঐসব কিছুই বুঝিবার অথবা কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিবার যোগ্যতা নাই, আমি কেবল চরণে পতিত হইয়া নমস্কারই করিব"—এইভাবে বন্দন অর্থাৎ নমস্কার অঙ্গকেই শ্রীঅক্রুরাদির মত কোনও কোনও ভক্ত প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়া থাকে। মুক্তিপদ শব্দে মুক্তিরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। কারণ একবার নমস্কারমাত্রেই মুক্তি নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলিয়াছেন—অপার দুর্গম সংসার-অরণ্যে যাহারা ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে একবার মাত্র নমস্কারই মুক্তিনদীর তীর প্রদর্শক হইয়া থাকে। "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণঃ"—এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামীপাদ সুসমীক্ষ্যমান পদের প্রতীক্ষমানরূপ অর্থ করিয়াছেন; অর্থাৎ যে জন নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে, আর প্রতিক্ষণে 'কবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইবে'—এইরূপ প্রতীক্ষা করে। তাঁহার এইরূপ ব্যাখ্যায় নিজকৃত কর্ম্মফলভোগটি কৃষ্ণের কৃপা মনে করে না; ভোগে অনাসক্ত হইয়া কবে তিনি কৃপা করিবেন—এইরূপ প্রতীক্ষা করা তাৎপর্য্য বুঝায়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীচরণ বলেন—যে জন নিজকৃত কর্ম্মফলভোগকালে আমার নিজপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ অহৈতুকী করুণায় এই সকল মায়াময় সুখ-দুঃখভোগ দান করিতেছেন, এইরূপ পুত্র উৎপত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা, পুত্রমৃত্যুতেও শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপা ভাবনা করিয়া সর্ব্ব অবস্থাতেই সুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপাই ভাবনা করতঃ হৃদয়ের দ্বারা কিম্বা বাক্যদ্বারা অথবা দেহদ্বারা যে জন নমস্কার বিধান করে, সেই জন মুক্তিপদ শ্রীকৃষ্ণচরণে ভ্রাতৃবণ্টন-সম্পত্তির মত অধিকারী। এই বন্দন অর্থাৎ নমস্কার অঙ্গভক্তিতে বিষ্ণুস্মৃতি প্রভৃতিতে উল্লিখিত এই সকল অপরাধ বর্জ্জন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। (১) একহস্ত প্রণাম, (২) বস্ত্রাবৃত দেহে প্রণাম, (৩) শ্রীভগবানের অগ্রে, পৃষ্ঠে, বামে, অত্যন্ত নিকটে বা গর্ভমন্দিরে প্রণাম অপরাধজনক ॥ ১০।১৪।৪০৩ ॥

এক্ষণে নববিধ ভক্তির মধ্যে দাস্য অঙ্গটি বর্ণন করা হইতেছে। "আমি